জেগে উঠুন হে আল্লাহর সৈনিক!

মুজাহিদের উচিত ঈমানি মৌসুমগুলো কাজে লাগিয়ে নিজের হিম্মত নবায়ন করা এবং জিহাদের শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়া। আপনাদের উপর বরকতের ছায়া নিয়ে হাজির হয়েছে যুল-হিজ্জাহর মহান দশদিন, যার ফজিলত ও মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুরআন ও হাদিসের পাতায় পাতায়। সত্যিকার অর্থে এগুলোই হলো বছরের শ্রেষ্ঠ দিন। তবুও এ দিনগুলোতে জিহাদের আমল বাদ দেওয়া হয়নি, বরং শ্রেষ্ঠ আমল হিসেবেই বলবৎ রাখা হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে:

(ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه، قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِهِ ومالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ) [البخاري].

"এই দিনগুলোতে করা আমল অন্য সময়ের চেয়ে উত্তম। সাহাবাগণ বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও না?' রাসূল (ﷺ) বললেন, 'না, জিহাদও না; তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বের হয়েছে এবং কিছুই ফিরে পায়নি।" [বুখারী]

উপরের হাদীসে নবী (ﷺ) ও সাহাবাগণের মধ্যকার কথোপকথন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই দশ দিনের আমলের ফজিলত শুনে, সাহাবারা অবাক হয়ে বলেছিলেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ?" এত এত ইবাদতের ভিড়ে তারা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন আমল খুঁজে পেলেন না যেটা এই ফজিলতের সাথে পাল্লা দিতে পারে। তারা জিজ্ঞেস করেননি সদকাহ, সালাত, সিয়াম কিংবা কিয়ামুল-লাইল এর চেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ কিনা। বরং শুধু জিহাদের কথাই জিজ্ঞেস করেছেন। কেননা, সাহাবাদের কাছে জিহাদের মর্যাদা এতটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তারা এটিকে অন্যান্য সব নেক আমলের পরিমাপক হিসেবে দেখতেন। ফলে তারা বিস্মিত হয়ে যান যখন জানতে পারে এমন কিছু আছে যা জিহাদের চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ! এ বিস্ময় স্বাভাবিক, কেননা তারা ছিলেন মুজাহিদ নবী মুহাম্মদ (ﷺ) -এর পবিত্র হাতে গড়া সৈনিক, এবং তাঁর ঈমানি ও জিহাদি তরবিয়তের ফল। তাদের হৃদয়ে ও মস্তিস্কে খোদাই করা ছিলো— কোন আমলই জিহাদের সমকক্ষ নয়, এবং পূর্বসূরি থেকে উত্তরসূরী সকলের জন্য জিহাদই ইজ্জত ও গৌরবের চাবিকাঠি রাসূলের (ﷺ) জবাব ছিল—"শুধু সেই মুজাহিদ ছাড়া, যে জান-মালের ঝুঁকি নিয়ে বের হয় এবং কিছুই ফিরে পায় না।" উলামায়ে কিরাম বলেন, এই তুলনা ফরযের মাঝে নয়, বরং নফল ফজিলতের মাঝে। অথচ আজকের দিনে জিহাদ নফল নেই, ফরযে আইন (ব্যক্তিগতভাবে ফরজ) হয়ে গেছে। তাছাড়া নবী (ﷺ) শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় সে মুজাহিদকে আলাদা করেছেন, যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বের হয় –যা আজকের মুজাহিদগণের জীবনের বাস্তব চিত্র। তারা প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নেয়, নিজেদের সবকিছু কুরবানি করে দেয়। তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে, জান-মাল নিয়ে জিহাদে অংশ নেয়, বছরের সব সময়, সব জায়গায়।

কাজেই হে খিলাফাহর সৈনিক, আপনিও হতে পারেন রাসূল ﷺ-এর বর্ণিত সেই অনন্য মুজাহিদ, যার জিহাদ বরকতময় এই দশ দিনে করা নেক আমলের চেয়েও ফজিলতপূর্ণ। তাহলে কেমন হবে যদি আপনি এই অনন্য জিহাদের সাওয়াবের সাথে দশ দিনের সাওয়াবও একত্র করেন! তাহলে আপনি অর্জন করবেন সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্বোচ্চ সাফল্য, বি-ইযনিল্লাহ। হে মুজাহিদ! আপনার সামনে রয়েছে এক বিশাল সুযোগ– বছরের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিতে শ্রেষ্ঠ জিহাদের অংশীদার হওয়ার সুযোগ। যেহেতু শরিয়াহ এই বরকতের সময়ে আমাদেরকে ত্যাগ ও উৎসর্গের কথা বলে, সুতরাং আসুন হে অবিচল ভায়েরা, যুদ্ধক্ষেত্রে ও শাহাদাহর পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করুন। সাহসিকতার সাথে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, শত্রুর বুকে আঘাত হানুন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা মুমিনগণ তাদের রক্ত ও ইজ্জতের প্রতিশোধ নিতে চায়। রক্ত ছাড়া অন্য কিছুতে তাদের প্রতিশোধের তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। আর হত্যা প্রতিহত করতে হত্যার চেয়ে উত্তম কোন পন্থা নেই।

হে মুজাহিদগণ! আপনারা নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে পবিত্র বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে পারছেন না, বঞ্চিত হচ্ছেন এর তাওয়াফ থেকে। তবে এতে আপনাদের শরঈ ওজর রয়েছে। কারণ আপনাদের সামনে বাইতুল্লাহ গমনের পথ বন্ধ। আপনারা সকলেই চান শ্রেষ্ঠ সময়ে পবিত্রতম ভূমিতে গিয়ে হাজীদের এই ভিড়ে শামিল হতে। কিন্তু এটা আল্লাহর তাকদীর ও তাঁর ফায়সালা। এই যদি হয় আপনাদের অবস্থা, তাহলে আপনারা জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিদা'ঈ কাফেলায় শরিক হয়ে যান। প্রত্যেকে যার যার সীমান্তে অবস্থান নিন এবং শত্রুর উপর শক্ত আঘাত হানুন, নিজেদের জান কুরবানি করে দিন, আল্লাহ আপনাদের কুরবানি কবুল করুন। উড়িয়ে দিন কাফেরদের মাথাগুলো, তাদের রক্ত ঝরান (কুরবানির পশুর মতো), আল্লাহ আপনাদের এই কুরবানি কবুল করুন। আপনাদের পূর্বসূরি ভায়েরা এমনটাই করেছেন।

শরিয়াহর সীমানা রক্ষাকারী হে রিবাতরত মুজাহিদগণ, নিয়তের কারণে আপনারাও সেই প্রতিদান পাবেন যা পবিত্র বাইতুল্লাহর হাজীগণ পেয়ে থাকেন। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন: "ওজরের কারণে বসে থাকা ব্যক্তি (যিনি হজ্জে যেতে পারেননি) হজ্জে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য। এমনকি নিয়তের কারণে সশরীরে হজ্জ পালনকারীদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারেন তিনি।"

আর আপনারা তো ঘরে বসে থাকা লোক নন। আপনারা বরং জিহাদের জনশক্তি ও রসদ সরবরাহকারী, আপনারাই জিহাদের সংগ্রামী ও লড়াকু সৈনিক, যারা যুদ্ধ করে সামনের সারিতে। আপনারা এমন সময়ে হক্কের ঝাণ্ডা বহন করেছেন, যখন সত্য ও মিথ্যার দল, হক ও বাতিলের কাতার, এমনভাবে আলাদা হয়ে গেছে—যেমনটি অতীতে কখনো চোখে পড়েনি।

লোকেরা যদি আরাফাহর ময়দানে অবস্থান করে আর আপনারা এ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করেন, তবে জেনে রাখুন, আপনারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দের ময়দানেই অবস্থান করছেন। আপনারা মুসলিমদের সীমানা পাহারা দিচ্ছেন, ইসলাম ও শরিয়াহর সুরক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন। মনে রাখবেন, হজ্জ ও জিহাদের সবচেয়ে বড় মিল হলো উভয়টি সেই নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত, যার নাম হজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রুকনে উচ্চারিত হয়, এবং যার তাওহিদের আহ্বান প্রতিটি হজের আমলে প্রতিফলিত হয়। আর এই জিহাদ সেই মিল্লাতে ইবরাহিমের বাস্তব (আমলী) রূপ, আল্লাহ যার অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে। সুতরাং বিষয়টি অনুধাবন করুন!

হে সৈনিকদল, আমরা ওয়াজ-উপদেশের কিতাবগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছি; তাকওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন উপদেশ সেখানে খুঁজে পাইনি। কাজেই, আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁর আনুগত্য করুন। আমরা তাওহীদের কিতাবগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছি; সেখানে শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মতো এত জোড়ালো আর কোন বিধান দেখিনি। কাজেই, মুশরিকদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করুন, এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আমরা আত্মশুদ্ধির (رقائق) কিতাবগুলি অধ্যয়ন করেছি। সেখানে পরহেযগারি (الورع) ও আল্লাহভীতির (الخشية) চেয়ে কলবের জন্য অধিক উপকারী আর কিছু পাইনি। কাজেই, সন্দেহপূর্ণ বিষয়সমূহ থেকে পরহেযগারির সাথে দূরে থাকুন আর আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ বলেন: {فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} "আল্লাহকেই তোমাদের ভয় করা উচিত, যদি তোমরা মু'মিন হও।"

হে বিশ্বের সকল খিলাফাহর সৈনিকগণ, এটাই আল্লাহর তাকদীর যে, আপনারা অন্য সাধারণ মানুষের মতো ভিসা আর পাসপোর্ট নিয়ে বিমানযোগে কা'বা ঘরে পৌঁছাবেন না। আপনারা বরং জিহাদের মাধ্যমে কা'বা ঘরে পৌছার রাস্তা তৈরি করে নিবেন, এবং যাওয়ার পথে যত ডাকাত-দস্যুর দল তথা, তাগুত শাসক ও তাদের কাফের সেনাবাহিনী রয়েছে তাদের সবাইকে উৎখাত করবেন। এরাই হলো পথের কাঁটা, এগুলো সরানোর কাজ আপনাদেরকেই করতে হবে।

বিশ্বাস রাখুন, সমতল বা পাহাড়ের প্রতিটি যুদ্ধ আপনাদের ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই ওহির ভূমির দিকে— যা বর্তমানে ক্রুসেডার ও মুরতাদরা কলুষিত করছে। কুদসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই যুদ্ধ থামিয়ে দিবেন না, শত্রুর বিরুদ্ধে নমনীয় হবেন না। পতিতদের আধিক্য আর অবিচলদের স্বল্পতা দেখে ভীত হবেন না। কারণ, ইসলামের ইতিহাস বলে, ঈমানি শক্তি, রবের প্রতি তাওয়াক্কুল ও ইখলাসের কারণে অল্প সংখ্যক মুমিনরাই সর্বদা বিজয় লাভ করে। সত্যের পথে অটল সেই অল্পসংখ্যকরা কতই না ভাগ্যবান! আর হতভাগা তো তারা—যারা মানহাজ বদলে ফেলেছে, এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য চিরস্থায়ী আখেরাত বিক্রি করে দিয়েছে।

হে মুজাহিদগণ! সন্দেহ নেই—মাসজিদুল হারাম ও আল-আকসার প্রতি ভালোবাসা আপনাদের হৃদয়ে উথলে উঠে। এই ভালোবাসার তীব্রতা কেবল সেই উপলব্ধি করতে পারে যে এই দুই মসজিদের মর্যাদাকে ঈমান ও আক্বিদার অংশ হিসেবে মনে করে। কারণ একজন মুসলিম এগুলোকে ঐতিহাসিক স্থান বা পর্যটন এলাকা নয় বরং ঈমানি সম্পদ মনে করে, যেগুলো ইসলামের পূর্বপুরুষরা নিজেদের রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছিল। কিন্তু আজ পরবর্তীরা কুরআন-সুন্নাহ ত্যাগ করে, আল্লাহর পথ থেকে বিভক্ত হয়ে হারিয়ে ফেলেছে।

সুতরাং, পবিত্র স্থানগুলোতে যাওয়ার আকুলতা নিবারণ করুন বোমা বিস্ফোরণ ও রকেট ছুড়ে! এই দশদিন সহ পুরো বছর জুড়ে কাফির সরকার ও সেনাদের বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রাখুন। একের পর এক হামলা চালাতে থাকুন, গুপ্তচরদের পাকড়াও করুন, নেতাদের টার্গেট করুন। আমরা বিশেষ করে শত্রু ভূমিতে অবস্থানকারী একাকী মুজাহিদগণকে উৎসাহিত করছি! কাজেই হে আল্লাহর সৈনিকগণ, জেগে উঠুন! সবচেয়ে উত্তম আমল দিয়ে এই দিনগুলোকে গৌরবান্বিত করুন। আর তা হলো নববী মানহাজে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এমন জিহাদ, যা আপনাদের মক্কা, কুদস ও দামেশকের নিকটবর্তী করবে—যেগুলো আজ বন্দী হয়ে আছে এবং মুক্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

হে মুজাহিদগণ! খুব শীঘ্রই এই দশদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জিহাদ চলতেই থাকবে, তরবারিগুলো খোলা থাকবে, অগ্রগামীদের নিয়ে বাহনগুলো এগিয়ে যাবে, আর বাকিরা পিছনে পড়ে থাকবে। সময়ের পরিক্রমায় অন্যান্য ইবাদতের মৌসুমগুলো শেষ হয়ে গেলেও জিহাদ একমাত্র ইবাদত যা কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। তাই এ গনিমত লুফে নিন। কেননা এটা-ই হলো আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানের উৎস। আর আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।